পলিসি ব্রিফ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৪৫

অক্টোবর ২০১৬

ভূমিকা

ওষুধ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ, মানসম্মত উৎপাদন এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রতিককালে সরকারিভাবে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ওষুধ প্রশাসনকে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ, মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি এবং নকল ও ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদারকরণসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তবে এ সকল উদ্যোগ সত্ত্বেও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে সুশাসনের ঘাটতি এখনও লক্ষণীয়। বিভিন্ন সময়ে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসনের দুর্বল তদারকি এবং ব্যবস্থাপনাগত ঘাটতির কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ের ওপর যে সুশাসন-সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তারই অংশ হিসেবে ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে (http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/fr_ds_drug_15_bn.pdf)। এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে এ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১. আইনি কাঠামো সংক্রান্ত

বাংলাদেশে ওষুধ খাতের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ওষুধ আইন, ১৯৪০ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ দ্বারা পরিচালিত হয়। উল্লিখিত দু'টি আইন দীর্ঘদিন যাবৎ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। দু'টি আইনেই মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এছাড়া ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি এবং কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্রে নির্দেশণা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দণ্ড উল্লেখ নেই এবং কিছু ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অপরদিকে সমন্বিত একক আইনের অনুপস্থিতির দরুণ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে যেমন দ্বৈততা ও স্বেচ্ছাচারিতার ঝুঁকি তৈরি হয় তেমনি বিধিমালার অনুপস্থিতি বা হালনাগাদের অভাবে আইন প্রয়োগে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। ফলে ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীরা সহজেই আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পার পেয়ে যায় এবং নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। আবার ওষুধ আইনে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুনির্দিষ্ট না থাকায় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সার্বিকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়।

সুপারিশসমূহ

১.১ ওষুধ আইন ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সমন্বিত করে একটি একক আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে হবে

১.২ উক্ত আইনে মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

১.৩ ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া অর্ন্তভূক্ত ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে

১.৪ ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করতে হবে

১.৫ ওষুধ আইনে অপরাধের জরিমানা ও শাস্তির অসামঞ্জস্যতা দূর করে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে

২. প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার কাজের পরিধি, ভৌগোলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ সক্ষম নয়। এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা যেমন- জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং দক্ষতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এছাড়া কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন না করায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতা কাঠামো দুর্বল হয় যা কেন্দ্রিয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের ঘাটতি, কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব কার্যত কমিটিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি নির্দেশ করে। আবার অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবি না থাকার কারণে ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

সুপারিশসমূহ

২.১ কাজের পরিধি ও ভৌগলিক আওতা বিবেচনায় প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি ওষুধ পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও অতিসত্ত্বর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে

২.২ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবি বা প্যানেলভূক্ত আইনজীবি নিয়োগ করতে হবে

২.৩ ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্য ও গবেষণাগার প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করতে হবে

২.৪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের-দ্বন্দ্ব নিরসনে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে

২.৫ প্রতিটি জেলায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-আসবাবপত্র, কারিগরি সুবিধা এবং পরিদর্শনে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

২.৬ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

২.৭ অর্গানোগ্রাম ও কর্ম-বিবরণ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে এবং ওষুধ কারখানা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

২.৮ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় অনলাইনভিত্তিক রিপোর্টিং চালু করতে হবে

২.৯ ওয়েবসাইটে সকল প্রকার রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

২.১০ ওষুধ কোম্পানিগুলোর জন্য ওয়ানস্টপ ও অনলাইন ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করতে হবে

২.১১ ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা ও অন্যান্য অংশীজন সম্পৃক্ত করে নিয়মিত গণশুণানীর আয়োজন করতে হবে এবং হটলাইন চালু করতে হবে

৩. অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ সংক্রান্ত

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সমঝোতামূলক দুর্নীতি লক্ষণীয়। ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক ওষুধ শিল্প তদারকি ও পরীবিক্ষণে দুর্বলতা ও ঘাটতি, দুর্বল পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির কিছু প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের আধিপত্য ও অনৈতিক প্রভাব এ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরনে ভূমিকা রাখছে।

সুপারিশসমূহ

৩.১ ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে বিধি-বহির্ভূতভাবে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন বন্ধ করতে হবে

৩.২ যেসব ওষুধ কোম্পানি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করে সেগুলোকে চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে অভিযান জোরদার ও নিয়মিত করার পাশাপাশি ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান, ফুটপাত বা রাস্তায় ওষুধ বিক্রয়ে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৩.৩ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh